

চতুর্থ অধ্যায়

ভগবান ঋষভদেবের চরিত্রকথা

এই অধ্যায়ে মহারাজ নাভির পুত্র ঋষভদেবের চরিত্র বর্ণিত হয়েছে। ঋষভদেব শত পুত্রের পিতা ছিলেন এবং তাঁদের রাজত্বকালে পৃথিবী সর্বতোভাবে সুখী ছিল। মহারাজ নাভির পুত্ররূপে ঋষভদেব যখন আবির্ভূত হন, তখন মানুষ তাঁকে সেই সময়কার সব চাইতে মহান এবং সব চাইতে সুন্দর পুরুষ বলে মনে করেছিলেন। তাঁর অঙ্গসৌষ্ঠব, প্রভাব, শক্তি, উৎসাহ, কান্তি এবং অন্যান্য দিব্য গুণাবলী অতুলনীয় ছিল। ঋষভ শব্দটির অর্থ হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ বা পরম। মহারাজ নাভি তাঁর পুত্রের অতুলনীয় গুণাবলী দর্শন করে তাঁকে ঋষভ নাম দিয়েছিলেন। তাঁর প্রভাব ছিল অতুলনীয়। যখন বৃষ্টির অভাব হয়েছিল, তখন বৃষ্টির অধ্যক্ষ দেবরাজ ইন্দ্রের অপেক্ষা না করে, তাঁর নিজের শক্তির দ্বারা তিনি সমগ্র অজনাভবর্ষে প্রচুর পরিমাণে বারিবর্ষণ করিয়েছিলেন। পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর পুত্ররূপে প্রাপ্ত হয়ে, মহারাজ নাভি অত্যন্ত অনুরাগ সহকারে তাঁকে লালনপালন করতে লাগলেন। তারপর ঋষভদেবের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করে এবং গৃহস্থ-আশ্রম থেকে অবসর গ্রহণ করে, মহারাজ নাভি বদরিকাশ্রমে ভগবান বাসুদেবের উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। ঋষভদেব লোকশিক্ষার জন্য কিছুদিন গুরুকূলে শিক্ষার্থী হয়েছিলেন, এবং গুরুর আদেশে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে দেবরাজ ইন্দ্র প্রদত্ত জয়ন্তী নামক কন্যার পাণিগ্রহণ করেছিলেন। জয়ন্তীর গর্ভে তিনি এক শত সন্তান উৎপাদন করেন। এই শত পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন ভরত। মহারাজ ভরতের নাম অনুসারে এই বর্ষের নাম ভারতবর্ষ হয়েছে। ঋষভদেবের পরবর্তী পুত্রগণ হচ্ছেন— কুশাবর্ত, ইলাবর্ত, ব্রহ্মাবর্ত, মলয়, কেতু, ভদ্রসেন, ইন্দ্রস্পৃক, বিদর্ভ এবং কীকট প্রমুখ। তাঁর কবি, হবি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবিহোত্র, দ্রুমিল, চমস এবং করভাজন নামক অন্য নয়জন পুত্র রাজ্যশাসনভার গ্রহণ না করে ভাগবত ধর্মের প্রচারক হয়েছিলেন। তাঁদের চরিত্র ও কার্যকলাপ কুরুক্ষেত্রে বসুদেব এবং নারদের মধ্যে কথোপকথন প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে বর্ণিত হয়েছে। জনসাধারণকে শিক্ষা দান করার জন্য মহারাজ ঋষভদেব বহু যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন, এবং কিভাবে প্রজাপালন করতে হয় সেই সম্বন্ধে তাঁর পুত্রদের শিক্ষা দিয়েছিলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

অথ হ তমুৎপত্তৌবাভিব্যজ্যমানভগবল্লক্ষণং সাম্যোপশমবৈরাগ্যৈশ্বর্য-
মহাবিভূতিভিরনুদিনমেধ মানানুভাবং প্রকৃতয়ঃ প্রজা ব্রাহ্মণা দেবতাশ্চাব-
নিতলসমবনায়াতিতরাং জগৃধুঃ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; অথ হ—এইভাবে (ভগবান প্রকট হওয়ার পর); তম্—তঁাকে; উৎপত্ত্যা—তঁার আবির্ভাবের সময় থেকে; এব—এমনকি; অভিব্যজ্যমান—স্পষ্টভাবে প্রকাশিত; ভগবৎ-লক্ষণম্—ভগবানের লক্ষণ সমন্বিত; সাম্য—সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন; উপশম—মন এবং ইন্দ্রিয় সংযমে সম্পূর্ণ শান্ত; বৈরাগ্য—বৈরাগ্য; ঐশ্বর্য—ঐশ্বর্য; মহা-বিভূতিভিঃ—মহান গুণাবলী সমন্বিত; অনুদিনম্—প্রতিদিন; এধমান—বর্ধিত হয়ে; অনুভাবম্—তঁার শক্তি; প্রকৃতয়ঃ—মন্ত্রিগণ; প্রজাঃ—প্রজাগণ; ব্রাহ্মণাঃ—ব্রহ্মজ্ঞান সমন্বিত ব্রাহ্মণগণ; দেবতাঃ—দেবতা; চ—এবং; অবনি-তল—ভূমণ্ডল; সমবনায়—শাসন করার জন্য; অতিতরাম্—অত্যন্ত; জগৃধুঃ—অভিলাষ করেছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—নাভির পুত্ররূপে ভগবান যখন জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তখন তঁার পদতলে ধ্বজ, বজ্র ইত্যাদি ভগবানের চিহ্নসমূহ প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি ছিলেন সর্বভূতে সমদর্শী, শান্ত, জিতেন্দ্রিয়, ঐশ্বর্য সমন্বিত, এবং বিষয়-বিতৃষ্ণ। এই সমস্ত গুণাবলীতে বিভূষিত হয়ে নাভিনন্দন প্রতিদিন বর্ধিত হতে লাগলেন। তাই প্রজাবর্গ, ব্রাহ্মণগণ, দেবতাগণ এবং অমাত্যেরা সকলেই অভিলাষ করেছিলেন যে, ঋষভদেব যেন পৃথিবী শাসনে প্রবৃত্ত হন।

তাৎপর্য

এই সস্তা অবতারদের যুগে, অবতারীর শরীরে যে-সমস্ত লক্ষণগুলি প্রকাশিত থাকে, সেই সম্বন্ধে বিচার করাটা বাঞ্ছনীয়। ঋষভদেবের জন্মের সময় থেকেই তঁার পায়ে ধ্বজ, বজ্র, পদ্ম ইত্যাদি দিব্য চিহ্নগুলি দেখা গিয়েছিল। আর তা ছাড়া তিনি যতই বড় হচ্ছিলেন ততই তঁার খ্যাতি বর্ধিত হচ্ছিল। তিনি সকলের প্রতি সমদর্শী ছিলেন। তিনি একজনের পক্ষপাতিত্ব এবং অন্যের অবহেলা করেননি। ভগবানের অবতার অবশ্যই ছয়টি ঐশ্বর্য সমন্বিত হবেন—সম্পদ, বীর্য, জ্ঞান, সৌন্দর্য, যশ

এবং বৈরাগ্য। কথিত হয় যে ঋষভদেব যদিও সর্ব ঐশ্বর্য সমন্বিত ছিলেন, তবুও তিনি জড় ভোগের প্রতি সম্পূর্ণ অনাসক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন জিতেন্দ্রিয়, তাই তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন। তাঁর অপূর্ব গুণাবলীর জন্য সকলেই চেয়েছিলেন তিনি যেন পৃথিবী শাসন করেন। অভিজ্ঞ ব্যক্তির শাস্ত্রে বর্ণিত লক্ষণের দ্বারা ভগবানের অবতারকে চিনতে পারেন। কতকগুলি মূর্খ মানুষের চাটুকারিতার ফলে কেউ ভগবানের অবতার হয় না।

শ্লোক ২

তস্য হ বা ইথং বর্ষাণা বরীয়সা বৃহচ্ছলোকেন চৌজসা বলেন শ্রিয়া
যশসা বীর্যশৌর্যাভ্যাং চ পিতা ঋষভ ইতীদং নাম চকার ॥ ২ ॥

তস্য—তাঁর; হ বা—নিশ্চিতভাবে; ইথম্—এইভাবে; বর্ষাণা—দেহের দ্বারা; বরীয়সা—শ্রেষ্ঠতম; বৃহৎ-শ্লোকেন—কবিকুলের বর্ণনাযোগ্য সমস্ত গুণাবলীতে বিভূষিত; চ—ও; ওজসা—তেজের দ্বারা; বলেন—বলের দ্বারা; শ্রিয়া—সৌন্দর্যের দ্বারা; যশসা—যশের দ্বারা; বীর্য-শৌর্যাভ্যাম্—শৌর্য-বীর্যের দ্বারা; চ—এবং; পিতা—তাঁর পিতা (মহারাজ নাভি); ঋষভঃ—শ্রেষ্ঠ; ইতি—এইভাবে; ইদম্—এই; নাম—নাম; চকার—দিয়েছিলেন।

অনুবাদ

মহারাজ নাভির পুত্র যখন প্রকট হয়েছিলেন, তখন তাঁর মধ্যে কবিকুলের বর্ণিত সমস্ত উত্তম গুণ—যথা, ভগবৎ-লক্ষণ সমন্বিত সুগঠিত দেহ, তেজ, বীর্য, সৌন্দর্য, কীর্তি, প্রভাব এবং উৎসাহ দেখা গিয়েছিল। তাঁর পিতা এই সমস্ত গুণ দর্শন করে, তাঁকে পরম শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলে বিবেচনা করে ‘ঋষভ’ নামে তাঁর নামকরণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

কাউকে ভগবান অথবা ভগবানের অবতার বলে স্বীকার করতে হলে, তাঁর দেহে ভগবানের লক্ষণগুলি রয়েছে কি না তা দেখা উচিত। মহারাজ নাভির অসাধারণ পুত্রের মধ্যে এই সমস্ত লক্ষণগুলি ছিল। তাঁর দেহ ছিল সুগঠিত এবং তিনি সমস্ত দিব্য গুণাবলী সমন্বিত ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রভাবশালী এবং জিতেন্দ্রিয়। তার ফলে তাঁর নামকরণ করা হয়েছিল ঋষভ, যা ইঙ্গিত করে যে তিনি হচ্ছেন পরম শ্রেষ্ঠ পুরুষ।

শ্লোক ৩

যস্য হীন্দ্রঃ স্পর্ধমানো ভগবান্ বর্ষে ন ববর্ষ তদবধার্য ভগবান্ ঋষভদেবো
যোগেশ্বরঃ প্রহস্যাত্মযোগমায়য়া স্ববর্ষমজনাভং নামাভ্যবর্ষৎ ॥ ৩ ॥

যস্য—যাঁর; হি—বস্তুতপক্ষে; ইন্দ্রঃ—দেবরাজ ইন্দ্র; স্পর্ধমানঃ—ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে;
ভগবান্—অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী; বর্ষে—ভারতবর্ষে; ন ববর্ষ—বর্ষণ করেননি; তৎ—
তা; অবধার্য—জেনে; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; ঋষভ-দেবঃ—ঋষভদেব; যোগ-
ঈশ্বরঃ—সমস্ত যোগশক্তির ঈশ্বর; প্রহস্য—হেসে; আত্ম-যোগ-মায়য়া—তঁার
যোগমায়ার দ্বারা; স্ব-বর্ষম্—তঁার স্থানে; অজনাভম্—অজনাভ; নাম—নামক;
অভ্যবর্ষৎ—তিনি বৃষ্টির দ্বারা সিদ্ধিত করেছিলেন।

অনুবাদ

অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী দেবরাজ ইন্দ্র মহারাজ ঋষভদেবের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ
হয়েছিলেন। তাই তিনি ভারতবর্ষ নামক ঋষভদেবের মণ্ডলে বৃষ্টি বন্ধ করে
দিয়েছিলেন। তখন যোগেশ্বর ভগবান ঋষভদেব ইন্দ্রের অভিপ্রায় বুঝতে পেরে,
ঈষৎ হেসে তঁার যোগমায়ার প্রভাবে তঁার নিজভূমি অজনাভমণ্ডলকে বৃষ্টির দ্বারা
সর্বতোভাবে সিদ্ধিত করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটিতে দুইবার ভগবান্ শব্দটির প্রয়োগ হয়েছে। ইন্দ্র এবং ভগবানের
অবতার ঋষভদেব দুজনকেই ভগবান বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কখনও কখনও
নারদ এবং ব্রহ্মাকেও ভগবান বলে সম্বোধন করা হয়। ভগবান্ শব্দটির অর্থ
হচ্ছে ব্রহ্মা, শিব, নারদ অথবা ইন্দ্রের মতো অত্যন্ত ঐশ্বর্যবান এবং শক্তিশালী ব্যক্তি।
তাদের সকলকেই অসাধারণ ঐশ্বর্যের জন্য ভগবান বলে সম্বোধন করা হয়।
মহারাজ ঋষভদেব হচ্ছেন ভগবানের অবতার, এবং তাই তিনি হচ্ছেন প্রকৃত
ভগবান। সেই জন্য এখানে তাঁকে যোগেশ্বর বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কারণ
তঁার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্ময় শক্তি রয়েছে। তাঁকে বৃষ্টির জন্য ইন্দ্রের উপর নির্ভর
করতে হয় না। তিনি নিজেই সমস্ত জল সরবরাহ করতে পারেন, এবং এই ক্ষেত্রে
তিনি তা করেও ছিলেন। ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে—যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জন্যঃ।
যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলে আকাশে বর্ষার মেঘ হয়। মেঘ এবং বৃষ্টি দেবরাজ ইন্দ্রের
দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, কিন্তু ইন্দ্র যখন তঁার কর্তব্যে অবহেলা করেন, তখন ভগবান
স্বয়ং, যিনি যজ্ঞ বা যজ্ঞপতি নামে পরিচিত, সেই দায়িত্বটি গ্রহণ করেন। তাই

তখন অজনাভবর্ষে যথেষ্ট পরিমাণে বৃষ্টি হয়েছিল। যজ্ঞপতি যখন ইচ্ছা করেন, তখন তিনি অন্য কারও সাহায্য ব্যতীত সবকিছুই করতে পারেন। তাই পরমেশ্বর ভগবানকে সর্বশক্তিমান বলা হয়। কলিযুগে কালক্রমে জলের প্রচণ্ড অভাব (অনাবৃষ্টি) হবে, কারণ সাধারণ মানুষ তাদের অজ্ঞতা এবং যজ্ঞের উপকরণের অভাবে যজ্ঞ অনুষ্ঠানে অবহেলা করবে। শ্রীমদ্ভাগবতে তাই উপদেশ দেওয়া হয়েছে—যজ্ঞেঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়েঃ যজন্তি হি সুমেধসঃ। প্রকৃতপক্ষে, যজ্ঞ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের সন্তুষ্টি-বিধান করা। যদিও এই কলিযুগের মানুষেরা অজ্ঞানাচ্ছন্ন এবং সর্বত্রই অভাব, তবুও সকলেই সংকীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে পারে। প্রত্যেক সমাজে প্রতিটি পরিবারই অন্ততপক্ষে প্রতিদিন সন্ধ্যায় সংকীর্তন যজ্ঞ করতে পারে। তাহলে আর সমাজে কোন উৎপাত থাকবে না এবং বৃষ্টির অভাব হবে না। জড়-জাগতিক সুখের জন্য এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য এই যুগের মানুষদের পক্ষে সংকীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্তব্য।

শ্লোক ৪

নাভিস্তু যথাভিলষিতং সুপ্রজস্তুমবরুধ্যাতিপ্রমোদভরবিহুলো গদগদাঙ্করয়া
গিরা স্বেরং গৃহীত নরলোকসধর্মং ভগবন্তং পুরাণপুরুষং মায়াবিলসিত-
মতিবৎস তাতেতি সানুরাগমুপলালয়ন্ পরাং নিবৃতিমুপগতঃ ॥ ৪ ॥

নাভিঃ—মহারাজ নাভি; তু—নিশ্চিতভাবে; যথা-অভিলষিতম্—তাঁর বাসনা অনুসারে; সু-প্রজস্তুম্—সব চাইতে সুন্দর পুত্র; অবরুধ্য—লাভ করে; অতি-প্রমোদ—অত্যন্ত আনন্দিত; ভর—আতিশয্যে; বিহুলঃ—বিহুল হয়ে; গদগদ-অঙ্করয়া—আনন্দ গদগদ স্বরে; গিরা—বাণীতে; স্বেরম্—স্বচ্ছাক্রমে; গৃহীত—গ্রহণ করেছিলেন; নর-লোক-সধর্মম্—একজন সাধারণ মানুষের মতো আচরণ করে; ভগবন্তম্—পরমেশ্বর ভগবান; পুরাণ-পুরুষম্—সমস্ত জীবের মধ্যে প্রবীণতম; মায়া—যোগমায়ার দ্বারা; বিলসিত—মোহগ্রস্ত; মতিঃ—তাঁর মনোভাব; বৎস—হে বৎস; তাত—হে প্রিয়; ইতি—এইভাবে; স্ব-অনুরাগম্—গভীর অনুরাগ সহকারে; উপলালয়ন্—লালনপালন করে; পরাম্—দিব্য; নিবৃতিম্—আনন্দ; উপগতঃ—লাভ করেছিলেন।

অনুবাদ

মহারাজ নাভি তাঁর বাসনা অনুসারে শ্রেষ্ঠ পুত্র লাভ করে আনন্দাতিশয্যে বিহুলচিত্ত হয়েছিলেন। তিনি অনুরাগভরে গদগদ স্বরে তাঁকে “হে বৎস, হে

তাত” বলে সম্বোধন করতেন। যোগমায়ার প্রভাবে তিনি এই মনোভাব প্রাপ্ত হয়েছিলেন, যার ফলে তিনি পরম পিতা পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর পুত্র বলে মনে করেছিলেন। ভগবানই স্বেচ্ছাক্রমে তাঁর পুত্র হয়েছিলেন এবং একজন সাধারণ মানুষের মতো সকলের সঙ্গে ব্যবহার করেছিলেন। এইভাবে মহারাজ নাভি তাঁর দিব্য পুত্রকে গভীর স্নেহে লালনপালন করতে লাগলেন, এবং তার ফলে তিনি চিন্ময় আনন্দ, হর্ষ এবং ভক্তিতে বিহুল হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে মোহ অর্থে মায়া শব্দটির ব্যবহার হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবানকে নিজের পুত্র বলে মনে করে মহারাজ নাভি নিশ্চয়ই মোহগ্রস্ত হয়েছিলেন, কিন্তু সেটি ছিল চিন্ময় মোহ বা যোগমায়া। এই মায়ার দ্বারা প্রভাবিত না হলে, কিভাবে পরম পিতাকে নিজের পুত্র বলে মনে করা যায়? ভগবান তাঁর ভক্তের পুত্ররূপে আবির্ভূত হন, ঠিক যেমন শ্রীকৃষ্ণ মা যশোদা এবং নন্দ মহারাজের পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এই ভক্তেরা তাঁদের পুত্রকে কখনও ভগবান বলে মনে করেননি, তাহলে তাঁদের বাৎসল্য স্নেহ ব্যাহত হত।

শ্লোক ৫

বিদিতানুরাগমাপৌরপ্রকৃতি জনপদো রাজা নাভিরাত্নজং সময়সেতু-
রক্ষায়ামভিষিচ্য ব্রাহ্মণেষুপনিধায় সহ মেরুদেব্যা বিশালায়াং প্রসন্ন-
নিপুণেন তপসা সমাধিযোগেন নরনারায়ণাখ্যং ভগবন্তং বাসুদেবমু-
পাসীনঃ কালেন তন্মহিমানমবাপ ॥ ৫ ॥

বিদিত—ভালভাবে অবগত হয়ে; অনুরাগম্—জনপ্রিয়তা; আপৌর-প্রকৃতি—সমস্ত নাগরিক এবং রাজকর্মচারীদের মধ্যে; জন-পদঃ—জনসাধারণের সেবা করার বাসনায়; রাজা—রাজা; নাভিঃ—নাভি; আত্নজম্—তাঁর পুত্রকে; সময়-সেতু-রক্ষায়াম্—বেদোক্ত প্রজাপালনাদিরূপ ধর্মমর্যাদা রক্ষার জন্য; অভিষিচ্য—অভিষিক্ত করে; ব্রাহ্মণেষু—ব্রাহ্মণদের; উপনিধায়—সমর্পণ করে; সহ—সঙ্গে; মেরুদেব্যা—তাঁর পত্নী মেরুদেবী; বিশালায়াম্—বদরিকাশ্রমে; প্রসন্ন-নিপুণেন—প্রসন্নতা এবং নৈপুণ্য সহকারে; তপসা—তপশ্চর্যার দ্বারা; সমাধি-যোগেন—পূর্ণ সমাধির দ্বারা; নর-নারায়ণ-আখ্যম্—নর-নারায়ণ নামক; ভগবন্তম্—পরমেশ্বর ভগবান; বাসুদেবম্—কৃষ্ণ; উপাসীনঃ—আরাধনা করে; কালেন—যথাসময়ে; তৎ-মহিমানম্—মহিমাময় ধাম বৈকুণ্ঠলোক; অবাপ—প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

মহারাজ নাভি বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর পুত্র ঋষভদেব নাগরিকদের, রাজকর্মচারীদের এবং মন্ত্রীদের অত্যন্ত প্রিয়। তাঁর পুত্রের এই জনপ্রিয়তা দর্শন করে, বৈদিক ধর্ম অনুসারে প্রজাপালন করার জন্য, তাঁকে সারা পৃথিবীর সম্রাটরূপে অভিষিক্ত করেছিলেন। সেই জন্য, তিনি তাঁর রাজকার্যে যাঁরা তাঁকে পরিচালিত করবে, সেই তত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণদের হস্তে ঋষভদেবকে সমর্পণ করেছিলেন। তারপর মহারাজ নাভি তাঁর পত্নী মেরুদেবী-সহ বদরিকাশ্রমে গিয়েছিলেন, এবং অত্যন্ত প্রসন্নতা এবং নিপুণতা সহকারে তিনি তপস্যায় রত হয়েছিলেন। পূর্ণ সমাধিযোগে তিনি শ্রীকৃষ্ণের অংশ ভগবান নর-নারায়ণের আরাধনা করেছিলেন। তার ফলে যথাসময়ে মহারাজ নাভি বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

মহারাজ নাভি যখন দেখলেন যে, তাঁর পুত্র ঋষভদেব জনসাধারণ এবং রাজকর্মচারীদের অত্যন্ত প্রিয় হয়েছেন, তখন তিনি তাঁকে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করতে মনস্থ করেন। অধিকন্তু, তিনি তাঁর পুত্রকে তত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণদের হস্তে সমর্পণ করতে চেয়েছিলেন। তার অর্থ হচ্ছে যে, রাজা তত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণদের পরিচালনায় রাজ্যশাসন করতেন, যাঁরা তাঁকে মনুসংহিতা আদি বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে উপদেশ দিতেন। বৈদিক নির্দেশ অনুসারে প্রজাশাসন করা রাজার কর্তব্য। বৈদিক বিধান অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—এই চারটি বর্ণে সমাজ বিভক্ত। চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ-কর্ম-বিভাগশঃ। সমাজকে এই চারটি বর্ণে বিভক্ত করার পর, রাজার কর্তব্য হচ্ছে সকলেই তাঁর বর্ণ অনুসারে বৈদিক নির্দেশ পালন করছেন কি না তা দেখা। জনসাধারণকে প্রতারণা না করে, ব্রাহ্মণ তাঁর কর্তব্য অবশ্যই পালন করবেন। এমন নয় যে যোগ্যতা ব্যতীতই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা যায়। প্রত্যেকে যাতে বৈদিক নিয়ম অনুসারে তার বৃত্তিগত কর্তব্য সম্পাদন করে, তা দেখা রাজার কর্তব্য। তারপর জীবনের শেষ ভাগে অবসর গ্রহণ করা ছিল বাধ্যতামূলক। মহারাজ নাভি একজন রাজা হওয়া সত্ত্বেও, গৃহস্থ-জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে তাঁর পত্নীসহ হিমালয় পর্বতে বদরিকাশ্রমে গিয়েছিলেন, যেখানে নর-নারায়ণের শ্রীবিগ্রহ পূজিত হয়। প্রসন্ন-নিপুণেন তপসা পদটি ইঙ্গিত করে যে, রাজা অত্যন্ত দক্ষতা সহকারে এবং আনন্দের সঙ্গে সকল প্রকার তপস্যা করেছিলেন। একজন সম্রাট হওয়া সত্ত্বেও তাঁর গৃহের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন পরিত্যাগ করতে তিনি একটুও বিচলিত হননি। কঠোর তপস্যা করা সত্ত্বেও তিনি

বদরিকাশ্রমে মহাসুখে ছিলেন, এবং সেখানে তিনি সবকিছুই অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সম্পাদন করেছিলেন। এইভাবে সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনায় (সমাধি-যোগে) মগ্ন হয়ে এবং বাসুদেব কৃষ্ণের স্মরণ করে, মহারাজ নাভি জীবনের অন্তে সাফল্য লাভ করেছিলেন এবং চিন্ময় ধাম বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত হয়েছিলেন।

এটিই হচ্ছে বৈদিক জীবন। মানুষের কর্তব্য জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্ত হয়ে প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া। তন্মহিমানম্ অবাপ শব্দ দুটি এই প্রসঙ্গে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রীল শ্রীধর স্বামী বলেছেন, মহিমা শব্দটির অর্থ হচ্ছে এই জীবনে মুক্তি। আমাদের এই জীবনে এমনভাবে আচরণ করা উচিত যে, দেহত্যাগ করার পর আমরা যেন জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারি। তাকে বলা হয় জীবন্মুক্তি। শ্রীল বীররাঘব আচার্য উল্লেখ করেছেন যে, ছান্দোগ্য উপনিষদে জীবন্মুক্তির আটটি লক্ষণের উল্লেখ করা হয়েছে। এই প্রকার জীবন্মুক্তির প্রথম লক্ষণটি হচ্ছে সব রকম পাপকর্ম থেকে নিরস্ত হওয়া (অপহত পাপ)। মানুষ যতক্ষণ মায়ার বন্ধনে থাকে, ততক্ষণ তাকে পাপকর্মে লিপ্ত হতেই হয়। ভগবদ্গীতায় এই প্রকার ব্যক্তিদের বলা হয়েছে দুষ্কৃতিনঃ, অর্থাৎ তারা সর্বদা পাপকর্মে লিপ্ত। কিন্তু যিনি তাঁর জীবদ্দশাতেই মুক্ত হয়েছেন, তিনি কোন পাপকর্ম করেন না। পাপকর্ম মানে হচ্ছে অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, আমিষ আহার, আসবপান এবং দ্যুতক্রীড়া। জীবন্মুক্তের আর একটি লক্ষণ হচ্ছে বিজর, অর্থাৎ তাঁকে বার্ষক্যের কষ্টভোগ করতে হয় না। তৃতীয় লক্ষণটি হচ্ছে বিমৃত্যু, অর্থাৎ তিনি নিজেকে এমনভাবে প্রস্তুত করে নেন, যাতে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁকে আবার আর একটি মরণশীল দেহ ধারণ করতে না হয়। তাঁকে পুনরায় সংসার-চক্রে অধঃপতিত হতে হয় না। আর একটি লক্ষণ হচ্ছে বিশোক, অর্থাৎ তিনি জড় সুখ এবং দুঃখের প্রতি উদাসীন। আর একটি লক্ষণ হচ্ছে বিজিঘৎস, অর্থাৎ তাঁর জড় সুখভোগের কোন বাসনা থাকে না। আর একটি লক্ষণ হচ্ছে অপিপাসা, অর্থাৎ তাঁর প্রিয়তম প্রভু শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময়ী সেবা ছাড়া তিনি আর অন্য কিছু করতে চান না। অন্য লক্ষণটি হচ্ছে সত্যকাম, অর্থাৎ তাঁর সমস্ত বাসনা পরম সত্য শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে। তা ছাড়া তিনি আর অন্য কোন কিছু চান না। শেষ লক্ষণটি হচ্ছে সত্যসঙ্কল্প, অর্থাৎ তিনি যা বাসনা করেন শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তাই চরিতার্থ হয়। প্রথমত, তিনি তাঁর জড়-জাগতিক লাভের জন্য কোন বাসনা করেন না, এবং দ্বিতীয়ত তিনি যদি কোন কিছুর বাসনা করেনও, তাহলে তা কেবল পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করার জন্যই। তাঁর সেই বাসনা ভগবানের কৃপায় সিদ্ধ হয়। তাকে বলা হয় সত্যসঙ্কল্প। শ্রীল বিষ্ণুনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে,

মহিমা শব্দটির অর্থ হচ্ছে চিন্ময় বৈকুণ্ঠধামে ফিরে যাওয়া। শ্রীশুকদেব গোস্বামী বলেছেন যে, মহিমা শব্দটির অর্থ হচ্ছে ভগবদ্ভক্ত ভগবানের গুণাবলী অর্জন করেন। তাকে বলা হয় সধর্ম বা 'সমগুণে গুণাধিত'। শ্রীকৃষ্ণের যেমন কখনও জন্ম হয় না এবং মৃত্যু হয় না, ঠিক তেমনই তাঁর যে ভক্ত ভগবানের ধামে ফিরে যান, তাঁরও আর কখনও মৃত্যু হয় না এবং এই জড় জগতে তাঁর আর জন্মও হয় না।

শ্লোক ৬

যস্য হ পাণ্ডবেয় শ্লোকাবুদাহরন্তি—

কো নু তৎকর্ম রাজর্ষের্নাভেরদ্বাচরেৎ পুমান্ ।

অপত্যতামগাদ্ যস্য হরিঃ শুদ্ধেন কর্মণা ॥ ৬ ॥

যস্য—যাঁর; হ—বাস্তবিকপক্ষে; পাণ্ডবেয়—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; শ্লোকৌ—দুটি শ্লোক; উদাহরন্তি—আবৃত্তি করেন; কঃ—কে; নু—তখন; তৎ—তা; কর্ম—কর্ম; রাজ-ঋষেঃ—পুণ্যবান রাজার; নাভেঃ—নাভির; অনু—অনুসরণ করে; আচরেৎ—আচরণ করতে পারেন; পুমান্—মানুষ; অপত্যতাম্—পুত্রত্ব; অগাৎ—স্বীকার করেছিলেন; যস্য—যাঁর; হরিঃ—পরমেশ্বর ভগবান; শুদ্ধেন—পবিত্র; কর্মণা—কার্যকলাপের দ্বারা।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, মহারাজ নাভির মহিমা কীর্তন করে প্রাচীন ঋষিরা দুটি শ্লোক রচনা করেছেন। তার একটি হচ্ছে—“মহারাজ নাভির মতো সাফল্য কে অর্জন করতে পারে? তাঁর মতো কার্যকলাপ কে করতে পারে? তাঁর ভক্তির বশে আকৃষ্ট হয়ে ভগবান তাঁর পুত্রত্ব বরণ করেছিলেন।”

তাৎপর্য

এই শ্লোকে শুদ্ধেন কর্মণা শব্দ দুটি মাহাত্ম্যপূর্ণ। কর্ম যদি ভক্তি সহকারে সম্পাদিত না হয়, তাহলে তা জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা দূষিত হয়ে যায়। সেই কথা বিশ্লেষণ করে ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে—যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ । ভগবানের সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য অনুষ্ঠিত কর্মই কেবল শুদ্ধ এবং তা জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা কলুষিত নয়। অন্য সমস্ত কর্মই তম, রজ, এমনকি সত্ত্বগুণের দ্বারা কলুষিত। ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য সম্পাদিত সমস্ত জড় কর্মই

কলুষিত, কিন্তু মহারাজ নাভি কোন কলুষিত কর্মের অনুষ্ঠান কখনও করেননি। এমনকি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার সময়ও তাঁর কার্যকলাপ ছিল চিন্ময়। তাই তিনি পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর পুত্ররূপে লাভ করেছিলেন।

শ্লোক ৭

ব্রহ্মণ্যোহন্যঃ কুতো নাভেবিপ্রা মঙ্গলপূজিতাঃ ।

যস্য বর্হিষি যজ্ঞেশং দর্শয়ামাসুরোজসা ॥ ৭ ॥

ব্রহ্মণ্যঃ—ব্রাহ্মণদের ভক্ত; অন্যঃ—অন্য কোন; কুতঃ—কোথায়; নাভেঃ—মহারাজ নাভি ব্যতীত; বিপ্রাঃ—ব্রাহ্মণগণ; মঙ্গল-পূজিতাঃ—সুন্দরভাবে পূজিত এবং তুষ্ট; যস্য—যাঁর; বর্হিষি—যজ্ঞস্থলে; যজ্ঞ-ঈশম্—সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা পরমেশ্বর ভগবান; দর্শয়াম্ আসুঃ—দর্শন করিয়েছিলেন; ওজসা—তাঁদের ব্রাহ্মণোচিত তেজের দ্বারা।

অনুবাদ

(দ্বিতীয় শ্লোকটি হচ্ছে) “মহারাজ নাভির থেকে ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠ পূজক (ভক্ত) আর কে আছে? কারণ তিনি যোগ্য ব্রাহ্মণদের পূজা করে তাঁদের পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট করেছিলেন, এবং সেই ব্রাহ্মণেরা তখন তাঁদের ব্রহ্মণ্যোচিত তেজের দ্বারা মহারাজ নাভির সমক্ষে পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করিয়েছিলেন।”

তাৎপর্য

যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী ব্রাহ্মণেরা কোন সাধারণ ব্রাহ্মণ ছিলেন না। তাঁরা এতই শক্তিশালী ছিলেন যে, তাঁরা তাঁদের প্রার্থনার দ্বারা ভগবানকে নিয়ে আসতে পারতেন। তাই মহারাজ নাভি প্রত্যক্ষভাবে ভগবানকে দর্শন করতে পেরেছিলেন। বৈষ্ণব না হলে ভগবানকে ডাকা যায় না। বৈষ্ণব ব্যতীত অন্য কারোর নিমন্ত্রণ ভগবান গ্রহণ করেন না। তাই পদ্মপুরাণে বলা হয়েছে—

ষট্‌কর্মনিপুণো বিপ্রো মন্ত্ৰতন্ত্রবিশারদঃ ।

অবৈষ্ণবো গুরুর্ন স্যাদ্বৈষ্ণবঃ স্বপচো গুরুঃ ॥

“বৈদিক জ্ঞানের সমস্ত বিষয়ে পারঙ্গত মহাপণ্ডিত ব্রাহ্মণ যদি বৈষ্ণব না হন, তাহলে তিনি গুরু হওয়ার অযোগ্য, কিন্তু চণ্ডাল কুলোদ্ভূত ব্যক্তিও যদি বৈষ্ণব হন, তাহলে তিনি গুরু হওয়ার যোগ্য।” এই সমস্ত ব্রাহ্মণেরা নিশ্চয়ই বৈদিক মন্ত্ৰ উচ্চারণে অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন। তাঁরা বৈদিক আচার অনুষ্ঠান করতে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন,

এবং সর্বোপরি তাঁরা ছিলেন বৈষ্ণব। তাই তাঁদের আধ্যাত্মিক শক্তির বলে তাঁরা পরমেশ্বর ভগবানকে ডেকে আনতে পেরেছিলেন এবং তাঁদের শিষ্য মহারাজ নাভিকে প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের দর্শন করিয়েছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, ওজসা শব্দটির অর্থ হচ্ছে ‘তাঁদের ভক্তির বলে’।

শ্লোক ৮

অথ হ ভগবান্‌ষভদেবঃ স্ববর্ষং কর্মক্ষেত্রমনুমন্যমানঃ প্রদর্শিত-
গুরুকুলবাসো লব্ধবরৈর্গুরুভিরনুজ্ঞাতো গৃহমেধিনাং ধর্মানুশিক্ষমাণো
জয়ন্ত্যামিন্দ্রদত্তায়ামুভয়লক্ষণং কর্ম সমান্নায়ান্নাতমভিযুঞ্জান্নাত্নজানামাত্ন-
সমানানাং শতং জনয়ামাস ॥ ৮ ॥

অর্থ—তারপর (তাঁর পিতার প্রস্থানের পর); হ—বস্তুতপক্ষে; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; ঋষভ-দেবঃ—ঋষভদেব; স্ব—নিজের; বর্ষম্—রাজ্য; কর্ম-ক্ষেত্রম্—কর্মক্ষেত্র; অনুমন্যমানঃ—মনে করে; প্রদর্শিত—দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে; গুরু-কুল-বাসঃ—গুরুকুলে বাস করেছিলেন; লব্ধ—লাভ করে; বরৈঃ—উপহার; গুরুভিঃ—গুরুদের দ্বারা; অনুজ্ঞাতঃ—আদিষ্ট হয়ে; গৃহ-মেধিনাম্—গৃহস্থদের; ধর্মান্—কর্তব্য; অনুশিক্ষমানঃ—দৃষ্টান্তের দ্বারা শিক্ষা দিয়ে; জয়ন্ত্যাম্—তাঁর স্ত্রী জয়ন্তীতে; ইন্দ্র-দত্তায়াম্—ইন্দ্র প্রদত্ত; উভয়-লক্ষণম্—উভয় প্রকার; কর্ম—কর্ম; সমান্নায়ান্নাতম্—শাস্ত্রবিহিত; অভিযুঞ্জন্—অনুষ্ঠান করে; আত্ন-জানাম্—পুত্রদের; আত্ন-সমানানাম্—ঠিক তাঁর মতো; শতম্—এক শত; জনয়াম্ আস—উৎপাদন করেছিলেন।

অনুবাদ

মহারাজ নাভি বদরিকাশ্রমে প্রস্থান করলে, ভগবান ঋষভদেব তাঁর রাজ্যকে তাঁর কর্মানুষ্ঠানের ক্ষেত্র বলে মনে করেছিলেন। তারপর স্বয়ং আচরণ করে জীবকে শিক্ষা প্রদান করার জন্য প্রথমে গুরুকুলে বাস করেছিলেন, এবং গুরুর নির্দেশ অনুসারে ব্রহ্মচর্য পালন করে গৃহস্থদের কর্তব্য শিক্ষা দিয়েছিলেন। তাঁর শিক্ষা সমাপ্ত হওয়ার পর, তিনি গুরুদক্ষিণা প্রদান করে গৃহস্থ-আশ্রমে প্রবেশ করেছিলেন। তিনি জয়ন্তী নামক পত্নীর পাণিগ্রহণ করে, তাঁর মাধ্যমে আত্নসদৃশ শত পুত্র উৎপাদন করেছিলেন। তাঁর পত্নী জয়ন্তীকে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁকে দান করেছিলেন। ঋষভদেব এবং জয়ন্তী শ্রুতি এবং স্মৃতি শাস্ত্রের দ্বারা নির্দিষ্ট অনুষ্ঠান পালন করে, গৃহস্থ জীবনের এক আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবানের অবতার হওয়ার ফলে, ঋষভদেবের সাংসারিক কার্যকলাপ অনুষ্ঠান করার কোন প্রয়োজন ছিল না। ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে, পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্—তঁার অবতরণের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁর ভক্তদের পরিত্রাণ করা এবং অভক্তদের আসুরিক কার্যকলাপ বন্ধ করা। ভগবানের অবতরণের এই দুটিই হচ্ছে উদ্দেশ্য। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন যে, প্রচার করতে হলে, নিজে আচরণ করে অন্যদের শিক্ষা দিতে হয়। আপনি আচরি' ভক্তি শিখাইমু সবারে। নিজে একইভাবে আচরণ না করলে অন্যদের শিক্ষা দেওয়া যায় না। ঋষভদেব ছিলেন একজন আদর্শ রাজা, এবং তাই সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর ভগবান হওয়া সত্ত্বেও, তিনি গুরুকূলে গিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। ঋষভদেবের যদিও গুরুকূলে কোন কিছু শিক্ষণীয় ছিল না, তবুও তিনি বেদবিৎ গুরুর কাছে কিভাবে শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়, তা জনসাধারণকে শেখাবার জন্য গুরুকূলে গিয়েছিলেন। তারপরে তিনি গৃহস্থ-আশ্রমে প্রবেশ করে, বেদের ঋতি এবং স্মৃতির নির্দেশ অনুসারে জীবন যাপন করেছিলেন। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে (১/২/১০১) শ্রীল রূপ গোস্বামী স্কন্দ পুরাণ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন—

ঋতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্র-বিধিং বিনা ।

ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরূপাতায়ৈব কল্পতে ॥

ঋতি এবং স্মৃতির উপদেশ পালন করা মানব-সমাজের অবশ্য কর্তব্য। তার ব্যবহারিক প্রয়োগ হচ্ছে পঞ্চরাত্রিক-বিধি অনুসারে ভগবানের আরাধনা করা। প্রতিটি মানুষের কর্তব্য হচ্ছে পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধন করে, জীবনান্তে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া। মহারাজ ঋষভদেব নিষ্ঠা সহকারে এই সমস্ত নিয়ম পালন করেছিলেন। তিনি একজন আদর্শ গৃহস্থরূপে জীবন যাপন করেছিলেন এবং তাঁর পুত্রদের শিক্ষা দিয়েছিলেন, কিভাবে পারমার্থিক সিদ্ধি লাভ করতে হয়। তিনি যে কিভাবে পৃথিবী শাসন করেছিলেন এবং অবতাররূপে তাঁর উদ্দেশ্য সাধন করেছিলেন, এগুলি তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত।

শ্লোক ৯

যেষাং খলু মহাযোগী ভরতো জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠাণাং আসীদ্যেনেদং বর্ষং
ভারতমিতি ব্যপদিশন্তি ॥ ৯ ॥

যেষাম্—যাঁদের মধ্যে; খলু—প্রকৃতপক্ষে; মহা-যোগী—ভগবানের মহান ভক্ত;
ভরতঃ—ভরত; জ্যেষ্ঠঃ—জ্যেষ্ঠ; শ্রেষ্ঠ-গুণঃ—শ্রেষ্ঠ গুণসম্পন্ন; আসীৎ—ছিলেন;
যেন—যাঁর দ্বারা; ইদম্—এই; বর্ষম্—গ্রহলোক; ভারতম্—ভারত; ইতি—এইভাবে;
ব্যপদিশন্তি—লোকে বলে।

অনুবাদ

ঋষভদেবের শত পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভরত ছিলেন শ্রেষ্ঠ গুণসম্পন্ন মহান
ভগবদ্ভক্ত। তাঁরই নাম অনুসারে এই বর্ষকে লোকে ভারতবর্ষ বলে।

তাৎপর্য

ভারতবর্ষ নামক এই গ্রহলোককে পুণ্যভূমিও বলা হয়। বর্তমানে ভারতভূমি বা
ভারতবর্ষ হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত একটি ক্ষুদ্র ভূখণ্ড। এই
উপমহাদেশকে কখনও কখনও পুণ্যভূমি বলা হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই স্থানের
মানুষদের বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন।

ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার ।

জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার ॥

(চৈতন্য-চরিতামৃত আদি ৯/৪১)

এই ভূখণ্ডের অধিবাসীরা অত্যন্ত ভাগ্যবান। তাঁরা এই কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন
করে, ভারতভূমির বাইরে গিয়ে সারা পৃথিবীর মঙ্গল সাধনের জন্য তা প্রচার করে,
তাঁদের জীবন সার্থক করতে পারেন।

শ্লোক ১০

তম্নু কুশাবর্ত ইলাবর্তো ব্রহ্মাবর্তো মলয়ঃ কেতুর্ভদ্রসেন ইন্দ্রস্পৃগ্‌বিদর্ভঃ
কীকট ইতি নব নবতি প্রধানাঃ ॥ ১০ ॥

তম্—তাঁর; অনু—কনিষ্ঠ; কুশাবর্ত—কুশাবর্ত; ইলাবর্তঃ—ইলাবর্ত; ব্রহ্মাবর্তঃ—
ব্রহ্মাবর্ত; মলয়ঃ—মলয়; কেতুঃ—কেতু; ভদ্র-সেনঃ—ভদ্রসেন; ইন্দ্র-স্পৃক্—
ইন্দ্রস্পৃক্; বিদর্ভঃ—বিদর্ভ; কীকটঃ—কীকট; ইতি—এই প্রকার; নব—নয়; নবতি—
নব্বই; প্রধানাঃ—জ্যেষ্ঠ।

অনুবাদ

ভরতের কনিষ্ঠ আরও নিরানব্বই জন ভ্রাতা ছিল। তাঁদের মধ্যে কুশাবর্ত, ইলাবর্ত,
ব্রহ্মাবর্ত, মলয়, কেতু, ভদ্রসেন, ইন্দ্রস্পৃক্, বিদর্ভ এবং কীকট—এই নয় জন
জ্যেষ্ঠ।

শ্লোক ১১-১২

কবিঃ হবিঃ অন্তরীক্ষঃ প্রবুদ্ধঃ পিপ্পলায়নঃ ।

আবির্হোত্রোহথ দ্রুমিলশ্চমসঃ করভাজনঃ ॥ ১১ ॥

ইতি ভাগবতধর্মদর্শনা নব মহাভাগবতান্তেষাং সুচরিতং ভগবন্মহিমোপবৃ-
-হিতং বসুদেবনারদসংবাদমুপশমায়নমুপরিষ্টাদ্বর্ণয়িষ্যামঃ ॥ ১২ ॥

কবিঃ—কবি; হবিঃ—হবি; অন্তরীক্ষঃ—অন্তরীক্ষ; প্রবুদ্ধঃ—প্রবুদ্ধ; পিপ্পলায়নঃ—
পিপ্পলায়ন; আবির্হোত্রঃ—আবির্হোত্র; অথ—ও; দ্রুমিলঃ—দ্রুমিল; চমসঃ—চমস;
করভাজনঃ—করভাজন; ইতি—এই প্রকার; ভাগবত-ধর্ম-দর্শনাঃ—শ্রীমদ্ভাগবতের
মহান প্রচারক; নব—নয়জন; মহা-ভাগবতাঃ—মহান ভগবদ্ভক্ত; তেষাম্—তাদের;
সুচরিতম্—সুন্দর চরিত্র; ভগবৎ-মহিমা-উপবৃহিতম্—ভগবানের মহিমা সমন্বিত;
বসুদেব-নারদ-সংবাদম্—বসুদেব এবং নারদের কথোপকথনে; উপশমায়নম্—মনের
পরম শান্তি প্রদানকারী; উপরিষ্টাৎ—পরবর্তী (একাদশ স্কন্ধে); বর্ণয়িষ্যামঃ—আমি
বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করব।

অনুবাদ

তাদের পরবর্তী কবি, হবি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রুমিল, চমস
ও করভাজন—এই নয় জন মহাভাগবত। তাঁরা ছিলেন শ্রীমদ্ভাগবতের মহান
প্রচারক। পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের প্রতি সুদৃঢ় ভক্তির জন্য তাঁরা মহিমান্বিত।
তাই তাঁরা অতি উন্নত স্তরে অধিষ্ঠিত। চিত্তের শান্তি বিধানকারী তাঁদের সেই
সুন্দর চরিত্র আমি (শুকদেব গোস্বামী) পরে (একাদশ স্কন্ধে) বসুদেব ও নারদ
সংবাদে বর্ণনা করব।

শ্লোক ১৩

যবীয়াংস একাশীতির্জায়ন্তেষাং পিতুরাদেশকরা মহাশালীনা মহাশ্রোত্রিয়া
যজ্ঞশীলাঃ কর্মবিশুদ্ধা ব্রাহ্মণা বভূবুঃ ॥ ১৩ ॥

যবীয়াংসঃ—কনিষ্ঠ; একাশীতিঃ—একশি জন; জায়ন্তেষাং—ঋষভদেবের পত্নী
জয়ন্তীর পুত্র; পিতুঃ—তাদের পিতার; আদেশকরাঃ—আদেশ অনুসারে; মহা-
শালীনাঃ—অতি বিনীত; মহা-শ্রোত্রিয়াঃ—বৈদিক জ্ঞানে পারঙ্গত; যজ্ঞশীলাঃ—
যজ্ঞ অনুষ্ঠানে নিপুণ; কর্ম-বিশুদ্ধাঃ—সদাচার রত; ব্রাহ্মণাঃ—যোগ্য ব্রাহ্মণ;
বভূবুঃ—হয়েছিলেন।

অনুবাদ

ঋষভদেব ও জয়ন্তীর উপরোক্ত ঊনবিংশতি পুত্রের কনিষ্ঠ আরও একাশি জন পুত্র ছিল। তাঁদের পিতার আদেশ অনুসারে, তাঁরা অত্যন্ত বিনীত, বেদনিপুণ, যজ্ঞপরায়ণ এবং সদাচাররত আদর্শ ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোক থেকে আমরা ভালভাবে ইঙ্গিত পাই কিভাবে গুণ এবং কর্ম অনুসারে বর্ণ বিভাগ হত। ঋষভদেব ছিলেন একজন রাজা, অতএব তিনি ছিলেন ক্ষত্রিয়। কিন্তু তাঁর এক শত পুত্রের মধ্যে দশজন ক্ষত্রিয়োচিত কার্যে যুক্ত হয়ে পৃথিবী শাসন করেছিলেন। নয়জন শ্রীমদ্ভাগবতের মহান প্রচারক (মহাভাগবত) হয়েছিলেন, অর্থাৎ তাঁদের স্থান ব্রাহ্মণদের উর্ধ্বে ছিল। অন্য একাশিজন পুত্র অত্যন্ত সুযোগ্য ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন। এই ব্যবহারিক উদাহরণ থেকে বোঝা যায় যে, কিভাবে মানুষ বিশেষ কার্যের যোগ্যতা অর্জন করেন গুণ অনুসারে, জন্ম অনুসারে নয়। জন্ম অনুসারে মহারাজ ঋষভদেবের সব কয়টি পুত্রই ছিলেন ক্ষত্রিয়, কিন্তু গুণ অনুসারে তাঁদের কেউ ক্ষত্রিয় হয়েছিলেন, কেউ ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন, এবং নয় জন শ্রীমদ্ভাগবতের প্রচারক (ভাগবত-ধর্ম-দর্শনাঃ) হয়েছিলেন, যার অর্থ হচ্ছে যে তাঁদের স্থিতি ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়দেরও উর্ধ্বে ছিল।

শ্লোক ১৪

ভগবান্‌ষভসংজ্ঞ আত্মতত্ত্বঃ স্বয়ং নিত্যনিবৃত্তানর্থপরম্পরঃ কেবলানন্দানু-
ভব ঈশ্বর এব বিপরীতবৎকর্মাণ্যারভমাণঃ কালেনানুগতং ধর্মমাচরণেনো-
পশিক্ষয়ন্নতদ্বিদাং সম উপশাস্তো মৈত্রঃ কারুণিকো ধর্মার্থযশঃপ্রজানন্দা-
মৃতাবরোধেন গৃহেষু লোকং নিয়ময়ৎ ॥ ১৪ ॥

ভগবান্—ভগবান্; ঋষভ—ঋষভদেব; সংজ্ঞঃ—নামক; আত্ম-তত্ত্বঃ—সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র; স্বয়ম্—স্বয়ং; নিত্য—শাস্ত; নিবৃত্ত—মুক্ত হয়ে; অনর্থ—অবাঞ্ছিত বস্তুর (জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধি); পরম্পরঃ—ক্রমানুসারে, একের পর এক; কেবল—কেবল; আনন্দ-অনুভবঃ—দিব্য আনন্দে পূর্ণ; ঈশ্বরঃ—পরমেশ্বর, নিয়ন্তা; এব—বাস্তবিকপক্ষে; বিপরীত-বৎ—বিপরীতভাবে; কর্মাণি—জাগতিক কার্যকলাপ; আরভমাণঃ—অনুষ্ঠান করে; কালেন—যথাসময়ে; অনুগতম্—উপেক্ষা করে;

ধর্মম্—বর্ণাশ্রম ধর্ম; আচরণেন—আচরণ করার দ্বারা; উপশিক্ষয়ন্—শিক্ষা দান করে; অ-তৎ-বিদাম্—অজ্ঞানাচ্ছন্ন ব্যক্তি; সমঃ—সমদর্শী; উপশান্তঃ—ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অবিচলিত; মৈত্রঃ—সকলের প্রতি অত্যন্ত সৌহার্দ্য পরায়ণ; কারুণিকঃ—সকলের প্রতি অত্যন্ত কৃপা পরায়ণ; ধর্ম—ধর্ম; অর্থ—অর্থনৈতিক উন্নতি; যশঃ—যশ; প্রজা—পুত্র এবং কন্যা; আনন্দ—জড়-জাগতিক সুখ; অমৃত—নিত্য জীবন; অবরোধেন—লাভ করার জন্য; গৃহেষু—গৃহস্থ-আশ্রমে; লোকম্—জনসাধারণ; নিয়ময়ৎ—আদর্শ স্থাপন করেছিলেন।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবানের অবতার ঋষভদেব সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র ছিলেন কারণ তাঁর রূপ ছিল সচ্চিদানন্দঘন। চার প্রকার ভৌতিক ক্রেশের (জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধি) সঙ্গে তাঁর কোন সংস্পর্শ ছিল না। তাঁর কোন রকম জড় আসক্তি ছিল না। তিনি সর্বদা সকলের প্রতি সমদর্শী ছিলেন। তিনি পরদুঃখে দুঃখী ছিলেন এবং সমস্ত জীবের শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। পরম ঈশ্বর বা পরম পুরুষ হওয়া সত্ত্বেও, তিনি একজন সাধারণ বদ্ধ জীবের মতো আচরণ করতেন। তাই তিনি কঠোর নিষ্ঠা সহকারে বর্ণাশ্রম-ধর্মের অনুশীলন করতেন। কালক্রমে বর্ণাশ্রম-ধর্মের অবহেলা হতে থাকে; তাই তিনি নিজে আচরণ করে, অজ্ঞানাচ্ছন্ন জনসাধারণকে বর্ণাশ্রম-ধর্ম আচরণের শিক্ষা দান করেন। এইভাবে তিনি জনসাধারণকে ধর্ম, অর্থ, যশ, পুত্র-কন্যা, জড় সুখ এবং অবশেষে নিত্য জীবন লাভ করার শিক্ষা প্রদান করেন। তাঁর উপদেশের দ্বারা তিনি মানুষদের শিক্ষা দিয়েছিলেন, কিভাবে গৃহস্থ-আশ্রমে থেকেও বর্ণাশ্রম-ধর্ম অনুশীলন করার ফলে সিদ্ধি লাভ করা যায়।

তাৎপর্য

বর্ণাশ্রম-ধর্ম বদ্ধ জীবদের জন্য। তা তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করে ভগবানের ধামে ফিরে যাওয়ার শিক্ষা দেয়। যে সভ্যতা জীবনের চরম লক্ষ্য সম্বন্ধে অবগত নয়, তা পশুসমাজের মতো। যেমন শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে—ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং। মানব-সমাজের উদ্দেশ্য হচ্ছে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উন্নতি সাধন করা, যাতে মানুষ জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধির বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। বর্ণাশ্রম-ধর্ম মানব-সমাজকে সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত করে গড়ে তোলে, এবং মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার শিক্ষা দেয়, যাতে বর্ণাশ্রম-ধর্ম পালন করার ফলে সফল হওয়া যায়। এই সম্পর্কে ভগবদ্গীতা (৩/২১-২৪) দ্রষ্টব্য।

শ্লোক ১৫

যদ্যচ্ছীর্ষণ্যাচরিতং তত্তদনুবর্ততে লোকঃ ॥ ১৫ ॥

যৎ যৎ—যা কিছু; শীর্ষণ্য—নেতাদের দ্বারা; আচরিতম্—অনুষ্ঠিত; তৎ তৎ—তা; অনুবর্ততে—অনুসরণ করে; লোকঃ—জনসাধারণ।

অনুবাদ

মহৎ ব্যক্তির যেভাবে আচরণ করেন, সাধারণ মানুষ তা অনুসরণ করে।

তাৎপর্য

এই প্রকার একটি শ্লোক ভগবদ্গীতাতেও (৩/২১) পাওয়া যায়। মানব-সমাজের এক শ্রেণীর মানুষদের বৈদিক নির্দেশ অনুসারে যথার্থ শিক্ষা লাভ করে, সুযোগ্য ব্রাহ্মণ হওয়া নিতান্ত আবশ্যিক। তার নিম্নস্তরের বর্ণের, অর্থাৎ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রদের সেই আদর্শ ব্যক্তিদের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। তার ফলে সকলেই পরম চিন্ময় পদ প্রাপ্ত হয়ে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এই জড় জগৎকে দুঃখালয়ম্ অশাস্তম্, অর্থাৎ অনিত্য এবং দুঃখ-দুর্দশায় পূর্ণ একটি স্থান বলে বর্ণনা করেছেন। দুঃখ-দুর্দশার সঙ্গে বোঝাপড়া করলেও কেউই এখানে চিরকাল থাকতে পারে না। এই জড় দেহটি এক সময় না এক সময় ত্যাগ করে আমাদের অন্য আর একটি দেহ ধারণ করতে হবে, এবং সেই দেহটি যে মানুষের হবে সেই সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা নেই। জড় দেহ পাওয়া মাত্রই জীব দেহভূৎ অথবা দেহী হয়ে যায়। অর্থাৎ, তাকে নানা রকম জড় পরিস্থিতির সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হয়। মানব-সমাজের নেতাদের এমনই আদর্শ হওয়া কর্তব্য যে, তাদের অনুসরণ করে মানুষ যেন জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে।

শ্লোক ১৬

যদ্যপি স্ববিদিতং সকলধর্মং ব্রাহ্মং গুহ্যং ব্রাহ্মণৈর্দর্শিতমার্গেণ
সামাদিভিরূপায়ৈর্জনতামনুশাস ॥ ১৬ ॥

যদ্যপি—যদিও; স্ব-বিদিতম্—স্বয়ং অবগত ছিলেন; সকল-ধর্মম্—বিভিন্ন প্রকার কর্তব্যকর্ম; ব্রাহ্মম্—বৈদিক নির্দেশ; গুহ্যম্—অত্যন্ত গোপনীয়; ব্রাহ্মণৈঃ—ব্রাহ্মণদের দ্বারা; দর্শিত-মার্গেণ—প্রদর্শিত পথের দ্বারা; সাম-আদিভিঃ—শম, দম,

তিতিক্ষা (মনসংযম, ইন্দ্রিয়-সংযম, সহনশীলতা) ইত্যাদির অনুশীলন; উপায়ৈঃ—
উপায়ের দ্বারা; জনতাম্—জনসাধারণ; অনুশাস—তিনি শাসন করেছিলেন।

অনুবাদ

যদিও ঋষভদেব সমস্ত ধর্ম প্রতিপাদক বৈদিক রহস্য স্বয়ংই অবগত ছিলেন, তবুও তিনি নিজেকে একজন ক্ষত্রিয় বলে মনে করে, ব্রাহ্মণদের নির্দেশ অনুসারে শম, দম, তিতিক্ষাদি সদ্বৃত্তির অনুশীলন করেছিলেন। এইভাবে তিনি বর্ণাশ্রম-ধর্ম অনুসারে রাজ্য শাসন করেছিলেন, যেই প্রথায় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দের উপদেশ দেন এবং ক্ষত্রিয়-শাসক বৈশ্য ও শূদ্রের মাধ্যমে রাজ্য পরিচালনা করেন।

তাৎপর্য

ঋষভদেব যদিও বৈদিক উপদেশ পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন, তবুও তিনি সামাজিক ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য ব্রাহ্মণদের নির্দেশ পালন করেছিলেন। ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে উপদেশ দেন, এবং সমাজের অন্য সব কয়টি বর্ণের মানুষ তা অনুসরণ করেন। ব্রহ্ম শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'সমস্ত কার্যের পূর্ণ জ্ঞান' এবং সেই জ্ঞান বৈদিক শাস্ত্রে গোপনীয়তা সহকারে বর্ণিত হয়েছে। ব্রাহ্মণরূপে যাঁরা পূর্ণ শিক্ষা লাভ করেছেন, তাঁদের সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের জ্ঞান থাকা উচিত, এবং সেই সমস্ত শাস্ত্র থেকে তিনি যা লাভ করেছেন, তা জনসাধারণের কাছে বিতরণ করা উচিত। জনসাধারণের কর্তব্য হচ্ছে আদর্শ ব্রাহ্মণকে অনুসরণ করা। এইভাবে মন ও ইন্দ্রিয়কে সংযত করার শিক্ষা লাভ করা যায়, এবং তার ফলে ধীরে ধীরে পারমার্থিক সিদ্ধিলাভের পথে অগ্রসর হওয়া যায়।

শ্লোক ১৭

দ্রব্যদেশকালবয়ঃশ্রদ্ধাৰ্ত্তিবিধোদ্দেশোপচিঁতৈঃ সর্বৈরপি ক্রতুভিৰ্যথো-
পদেশং শতকৃত্ব ইয়াজ ॥ ১৭ ॥

দ্রব্য—যজ্ঞের উপকরণ; দেশ—বিশেষ স্থান, তীর্থস্থান অথবা মন্দির; কাল—
উপযুক্ত সময়, যথা বসন্ত ঋতু; বয়ঃ—বয়স, বিশেষ করে যৌবন; শ্রদ্ধা—সদ্বৃত্তিতে
বিশ্বাস, রজ এবং তমোগুণে নয়; ঋত্বিক্—পুরোহিত; বিবিধ-উদ্দেশ—বিভিন্ন
উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেবতাদের পূজা করে; উপচিঁতৈঃ—সমৃদ্ধ হয়ে; সর্বৈঃ—সর্বপ্রকার;
অপি—নিশ্চিতভাবে; ক্রতুভিঃ—যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা; যথা-উপদেশম্—উপদেশ
অনুসারে; শত-কৃত্বঃ—একশ বার; ইয়াজ—আরাধনা করেছিলেন।

অনুবাদ

ভগবান ঋষভদেব শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে সর্ববিধ যজ্ঞের দ্বারা এক শতবার যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর আরাধনা করেছিলেন। তাঁর সেই সমস্ত যজ্ঞ উপযুক্ত দ্রব্যে সমৃদ্ধ ছিল। যৌবন এবং শ্রদ্ধা সমন্বিত ঋত্বিকদের দ্বারা পুণ্যস্থানে ও শ্রেষ্ঠকালে সেগুলি সম্পন্ন হয়েছিল। এইভাবে ভগবান বিষ্ণু প্রসন্ন হয়েছিলেন এবং তাঁর প্রসাদ সমস্ত দেবতাদের নিবেদন করা হয়েছিল। এইভাবে সেই অনুষ্ঠান এবং উৎসব সর্বতোভাবে সফল হয়েছিল।

তাৎপর্য

বলা হয়, কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্মান্ ভাগবতানিহ (শ্রীমদ্ভাগবত ৭/৬/১)। অনুষ্ঠানের সফলতার জন্য তা যুবক, এমনকি বালকদের দ্বারাও সম্পাদন করা উচিত, কারণ তার ফলে সেই অনুষ্ঠান সফল হয়। শৈশব অবস্থা থেকেই মানুষদের বৈদিক সংস্কৃতির, বিশেষ করে ভগবদ্ভক্তির শিক্ষা দেওয়া উচিত। তার ফলে জীবন সার্থক হয়। বৈষ্ণব দেবতাদের অশ্রদ্ধা করেন না, কিন্তু তা বলে তিনি আবার এত মূর্খও নন যে, প্রত্যেক দেব-দেবীকে ভগবান বলে মনে করেন। ভগবান হচ্ছেন সমস্ত দেবতাদের ঈশ্বর; তাই দেবতারা তাঁর ভূত্য। বৈষ্ণব তাঁদের ভগবানের ভূত্যরূপে জানেন, এবং সেই বিচার নিয়ে তিনি তাঁদের পূজা করেন। ব্রহ্মসংহিতায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, গুরুত্বপূর্ণ দেবতা শিব, ব্রহ্মা, এমনকি গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু, মহাবিষ্ণু এবং অন্য সমস্ত বিষ্ণুতত্ত্ব, এবং দুর্গাদেবী ইত্যাদি শক্তিতত্ত্ব, সকলেরই উপাসনা গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি কথার দ্বারা গোবিন্দের ভজনা করার মাধ্যমে হয়ে যায়। বৈষ্ণবগণ গোবিন্দের সম্পর্কে দেবতাদের পূজা করেন, পৃথকভাবে পূজা করেন না। বৈষ্ণবেরা এত মূর্খ নয় যে, বিভিন্ন দেব-দেবীদের ভগবান থেকে স্বতন্ত্র বলে মনে করবেন। সেই কথা চৈতন্য-চরিতামৃতে প্রতিপন্ন হয়েছে—একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভূত্য।

শ্লোক ১৮

ভগবতর্ষভেণ পরিরক্ষ্যমাণ এতস্মিন্ বর্ষে ন কশ্চন পুরুষো বাঞ্ছত্যবিদ্য-
মানমিবাঅনোহন্যস্মাৎকথঞ্চন কিমপি কর্হিচিদবেক্ষতে ভর্তর্যনুসবনং
বিজ্জুস্তিতস্নেহাতিশয়মন্তুরেণ ॥ ১৮ ॥

ভগবতা—ভগবান; ঋষভেণ—মহারাজ ঋষভদেবের দ্বারা; পরিরক্ষ্যমাণে—রক্ষিত হয়ে; এতস্মিন্—এই; বর্ষে—ভূখণ্ডে; ন—না; কশ্চন—কেউ; পুরুষঃ—এমনকি একজন সাধারণ মানুষও; বাঞ্ছতি—আকাঙ্ক্ষা করে; অবিদ্যমানম্—বাস্তবিকপক্ষে যার অস্তিত্ব নেই; ইব—যেন; আত্মনঃ—নিজের জন্য; অন্যস্মাৎ—অন্য কারোর কাছ থেকে; কথঞ্চন—কোন উপায়ে; কিমপি—কোন কিছু; কহিচিৎ—কোন সময়ে; অবেক্ষতে—দেখার সাহস করে; ভর্তরি—প্রভুর প্রতি; অনুসবনম্—সর্বদা; বিজুগ্তিত—বিস্তার করে; স্নেহ-অতিশয়ম্—গভীর স্নেহ; অন্তরেণ—হৃদয়ে।

অনুবাদ

কেউই আকাশকুসুম আকাঙ্ক্ষা করে না, কারণ সকলেই ভালভাবে জানে যে তার কোন অস্তিত্ব নেই। ভগবান ঋষভদেব যখন ভারতবর্ষ শাসন করছিলেন, তখন একজন সাধারণ মানুষও কোন সময়ে অথবা কোনভাবে কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা করত না। অর্থাৎ সকলেই পূর্ণরূপে প্রসন্ন ছিল, এবং তাই কারোরই কোন কিছু চাওয়ার প্রয়োজন ছিল না। সকলেই রাজার প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল ছিল, এবং যেহেতু তাদের এই স্নেহ সর্বদা বর্ধিত হচ্ছিল, তাই তাদের আর অন্য কোন কামনা ছিল না।

তাৎপর্য

বাংলায় ঘোড়ার ডিম কথাটি ব্যবহার হয়। যেহেতু ঘোড়া কখনও ডিম পাড়ে না, তাই ঘোড়ার ডিম শব্দটির কোন অর্থ নেই। সংস্কৃততে খ-পুষ্প শব্দটির ব্যবহার হয়, যার অর্থ হচ্ছে 'আকাশ-কুসুম'। আকাশে কখনও কোন ফুল ফোটে না, তেমনই কেউই খ-পুষ্প বা ঘোড়ার ডিম সম্বন্ধে আগ্রহী নয়। মহারাজ ঋষভদেবের রাজত্বকালে জনসাধারণ এমনই প্রাচুর্যের মধ্যে ছিল যে, তাদের কখনও কোন কিছু চাইতে হত না। মহারাজ ঋষভদেবের সুশাসনের ফলে, জীবনের সমস্ত প্রয়োজনীয়তাগুলি পর্যাপ্ত পরিমাণে সরবরাহ হত। তার ফলে সকলেই পূর্ণ প্রসন্নতা অনুভব করত এবং তাদের কোন অভাব ছিল না। সেটিই হচ্ছে আদর্শ সরকারের রাজ্যশাসন। কুশাসনের ফলে যদি প্রজারা অসুখী থাকে, তাহলে রাষ্ট্র-নেতাদের নিন্দা করা হয়। এই গণতন্ত্রের যুগে মানুষেরা সাম্রাজ্যবাদকে অপছন্দ করে, কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সমগ্র পৃথিবীর সম্রাট কিভাবে বৈদিক নীতি অনুসারে প্রজাদের জীবনের সমস্ত প্রয়োজনগুলি সরবরাহ করে তাদের পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট রেখেছিলেন। তার ফলে ভগবান ঋষভদেবের রাজত্বকালে সকলেই সুখী ছিল।

শ্লোক ১৯

স কদাচিদটমানো ভগবানৃষভো ব্রহ্মাবর্তগতো ব্রহ্মর্ষিপ্রবরসভায়াং
প্রজানাং নিশাময়ন্তীনামাত্মজানবহিতাত্মনঃ প্রশয়প্রণয়ভরসুযজ্ঞিতান-
প্যুপশিক্ষয়ন্নিতি হোবাচ ॥ ১৯ ॥

সঃ—তিনি; কদাচিৎ—এক সময়ে; অটমানঃ—ভ্রমণ করার সময়; ভগবান্—ভগবান্;
ঋষভঃ—ঋষভদেব; ব্রহ্মাবর্তগতঃ—ব্রহ্মাবর্ত নামক স্থানে পৌঁছে (কারও মতে
বর্তমান বার্মা এবং অন্যদের মতে উত্তর প্রদেশের কানপুরের নিকটবর্তী একটি স্থান);
ব্রহ্ম-ঋষি-প্রবর-সভায়াম্—শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের সভায়; প্রজানাম্—প্রজারা যখন;
নিশাময়ন্তীনাম্—শ্রবণ করছিলেন; আত্ম-জান—তঁার পুত্রগণ; অবহিত-আত্মনঃ—
মনোযোগ সহকারে; প্রশয়—সদাচারী; প্রণয়—ভক্তির; ভর—পূর্ণ; সু-যজ্ঞিতান্—
সুনিয়ন্ত্রিত; অপি—যদিও; উপশিক্ষয়ন্—শিক্ষা দান করে; ইতি—এইভাবে; হ—
নিশ্চিতভাবে; উবাচ—বলেছিলেন।

অনুবাদ

কোন এক সময় ভগবান ঋষভদেব ভ্রমণ করতে করতে ব্রহ্মাবর্তে এসে উপস্থিত
হয়েছিলেন। সেখানে শ্রেষ্ঠ মহর্ষিদের সভায় তঁার পুত্রেরা অত্যন্ত মনোযোগ
সহকারে ব্রহ্মর্ষিদের উপদেশ শ্রবণ করছিলেন। সেই সভায় সমস্ত প্রজাদের
সম্মুখে ঋষভদেব তঁার পুত্রদের শিক্ষা দান করেছিলেন, যদিও তঁারা ছিলেন সং-
যতচিত্ত এবং প্রণয়-বিনয়াদি গুণান্বিত। তিনি তাঁদের উপদেশ দিয়েছিলেন যাতে
ভবিষ্যতে তঁারা খুব ভালভাবে পৃথিবী শাসন করতে পারেন। তিনি বলেছিলেন—

তাৎপর্য

কেউ যদি দুঃখ-দুর্দশায় পূর্ণ এই জগতে শান্তিপূর্ণভাবে বাস করতে চায়, তাদের
কাছে ভগবান ঋষভদেবের উপদেশ অত্যন্ত মূল্যবান। পরবর্তী অধ্যায়ে ঋষভদেব
তঁার পুত্রদের এই অমূল্য উপদেশগুলি দান করেছেন।

ইতি ‘ভগবান ঋষভদেবের চরিত্রকথা’ নামক শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের চতুর্থ
অধ্যায়ের ভক্তিবাদান্ত তাৎপর্য।